সংবাদ

তারিখ 13 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৩ ... ৫

কাকিলাখালি বালিকা বিদ্যালয়

প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

৫ বছর ধরে গা ঢাকা

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

যশোরের কেশবপুর কাকিলাখালি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের দুর্নীতির দায়ে বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষক জোরপূর্বক ওই বিদ্যালয়ে যোগদানের জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ওই বিদ্যালয়ের ৩টি পদে শিক্ষক নিয়োগের নামে কমপক্ষে এক ডজন প্রার্থীর কাছ থেকে তিনি ৩০ থেকে ৩৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে তোপের মুখে পড়ে গা ঢাকা দেন। এ ঘটনায় বরখাস্ত হওয়ার দীর্ঘ ৫ বছরেও তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিকভাবে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় তিনি স্বপদে বহাল থেকে প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস করতে ষড়যন্ত্রের জাল বুনছেন। ফলে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষা কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এ ঘটনায় বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি ও প্রধান শিক্ষক পাল্টাপাল্টি হাইকোর্টে মামলা করায় বিদ্যালয়টি তার ঐতিহ্য হারাতে বসেছে।

বিদ্যালয়ের অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার বিদ্যানন্দকাটি ইউনিয়নের কাকিলাখালি গ্রামে ১৯৭৪ সালের ১০ জানুয়ারি এলাকাবাসীর সহযোগিতায় এক একর জমির ওপর বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিদ্যালয়টি ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে এসএসসি পর্যন্ত ছাত্রীদের মাঝে সুনামের সঙ্গে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে আসছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ১৫২ শিক্ষার্থী, ১০ শিক্ষক ও ৪ কর্মচারী রয়েছে। প্রতিষ্ঠার পর ১৯৯৮ সালে তিন রুম বিশিষ্ট একটি একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়। এ ঘরেই শিক্ষা কার্যক্রম চলাকালে ২০০০ সালের দিকে শিক্ষকদের অর্থে তিন রুম বিশিষ্ট একটি টিনশেডের ঘর নির্মাণ করা হয়। বিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রম সুনামের সঙ্গে চলাকালে ২০১০ সালের ১৪ জানুয়ারি রুহুল কুদ্দুস ওই বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর থেকে প্রতিষ্ঠানটি তার ঐতিহ্য হারাতে থাকে। তিনি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালনকালে ওই বছরের ১৫ জুলাই হত্যা মামলার আসামি হয়ে জেল হাজতে যান। ২০১১ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি দীর্ঘ ৮ মাস হাজতবাস শেষে মুক্ত হয়ে তিনি পুনরায় বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এ সময় ওই বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক, সমাজ বিজ্ঞান বিষয়সহ তিনটি পদে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হলে ১৮ প্রার্থী আবেদন করেন। এ সুযোগে তিনি শিক্ষক নিয়োগের নামে বিভিন্ন এলাকার কমপক্ষে এক ডজন প্রার্থীর কাছ থেকে ৩০ থেকে ৩৫ লাখ টাকা হাতিয়ে নেন। এসময় পিঠ বাঁচাতে তিনি ২০১২ সালের ১৫ নভেম্বর আমি অসুস্থ হব বলে রেজুলেশনে উল্লেখ করে একজন শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের মেডিকেল সনদ জমা দিয়ে বিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষক শেখ বাবুল হোসেনের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে এক মাসের ছুটি নিয়ে তিনি উধাও হন। যার কারণে দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার অবিযোগে তাকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। ২০১৩ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে তিনটি পদে প্রার্থীদের নিয়োগ বোর্ড অনুষ্ঠিত হয়। নিয়োগ বোর্ডে আব্দুল মোমিন, আমিনুর রহমান ও কামরুজ্জামানকে নিয়োগ দেয়া হয়। প্রধান শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে ২০১৩ সালের ১ এপ্রিল নিয়োগ পাওয়া ৩ শিক্ষক স্কুলে যোগদান করেন। এদিকে দীর্ঘদিন পর ২০১৪ সালের ৩ জুন আকস্মিকভাবে ওই প্রধান শিক্ষক স্কুলে আসেন। এ খবর জানতে পেরে তিনি যেসব লোকের কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিয়েছিলেন তারা সবাই এসে তাকে ঘেরাও করে। এসময় স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা ওই দুর্নীতিবাজ প্রধান শিক্ষকের অপসারণের দাবিতে ক্যাম্পাসে মিছিল করে স্কুলে তালা ঝুলিয়ে দেয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রতিষ্ঠানের তৎকালিন সভাপতি কুমারেশ দাশ ওই প্রধান শিক্ষককে নিয়ে এক সালিসি বৈঠকে বসেন। তখন তিনি ভুয়া চেক দিয়ে সে যাত্রায় রক্ষা পান। এ ঘটনায় ওই বছরের ১৮ আগস্ট তৎকালিন সভাপতি কুমারেশ দাশ বিদ্যালয়ে অনিয়মিতভাবে অনুপস্থিত প্রধান শিক্ষকের অনিয়ম ও দুর্নীতি এবং শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখার প্রতিকার চেয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে অভিযোগপত্র দাখিল করেন। তৎকালীন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা বিকাশ চন্দ্র সরকার সরেজমিনে তদন্ত করে ২২ অক্টোবর ওই প্রধান শিক্ষক ৭/৮ জন প্রার্থীর কাছ থেকে ২০ থেকে ২২ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন বলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীরা প্রধান শিক্ষকের আপসারণের জন্য উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে আবেদন করেন। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্তরা তার দেয়া চেক নিয়ে সোনালী ব্যাংকে গেলে চেক ডিজ অনার হয়। এ ঘটনায় চেক জালিয়াতিসহ স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ায় তার বিরুদ্ধে আদালতেও মামলা হয়।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শেখ বাবুল হোসেন অভিযোগ করে বলেন, প্রধান শিক্ষক স্কুলে যোগদান করার পর ২০১০ সালে নবম শ্রেণীর ৬৩ জন শিক্ষার্থীর ভুয়া রেজিস্ট্রেশন করে। যার কারণে তারা এসএসসি পরীক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। তিনি বিজ্ঞানাগারের ব্যবহারিক সরঞ্জাম চুরি করে বিক্রি করার কারণে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। নবায়নের ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে তিনি শিক্ষকদের কাছ থেকে ৬০ হাজার টাকা হাতিয়ে নিলেও নবায়ন না করে তা আত্মসাৎ করেন। দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানের শিক্ষক না থাকায় বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীদের ক্ষতির কথা বিবেচনা করে ওই পদের শিক্ষক নিয়োগ বোর্ড গত ২০১৫ সালের ৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু বরখাস্তকৃত প্রধান শিক্ষক যশোর শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের চলমান কমিটিকে ভেঙে দেয়া সংক্রান্ত একটি পত্র নিয়োগ বোর্ডে হাজির করলে নিয়োগ বোর্ড স্থগিত হয়ে যায়। যার কারণে সকল প্রকার নিয়োগ বন্ধসহ বর্তমান কমিটি ছাড়াই চলছে প্রতিষ্ঠানটি। এরপরও প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংস করতে তিনি হাইকোর্টে মামলা করেছেন। যার নং- ৯৩১৩/১৪। কমিটির সভাপতিও তাকে স্থায়ীভাবে বরখাস্তের জন্য মহামান্য হাইকোর্টে পাল্টা মামলা করেছেন। যা চলমান রয়েছে। প্রধান শিক্ষক রুহুল কুদ্দুস সাংবাদিকদের জানান, হাইকোর্টের রায় আমার পক্ষে আছে। কিন্তু এলাকার জনগণ আমাকে স্কুলে যোগদান করতে দিচ্ছে না। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতে পারে কিন্তু প্রতিষ্ঠানের কোনো অর্থ আমি আত্মসাত করিনি।

ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি নব কৃষ্ণ দাশ জানান, প্রধান শিক্ষক রুহুল কুদ্দুস বিদ্যালয়ে যোগদান করার পর থেকে কখনও নিয়মিত স্কুল করেনি। তিনি বিভিন্ন দুর্নীতির মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়ে গা ঢাকা দেন। গত তিন বছরের মধ্যে সে স্কুলের কোনো খবর নেয়নি। বর্তমান তিনি স্থানীয় মাস্তানদের ম্যানেজ করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে জোরপূর্বক বিদ্যালয়ে যোগদানের চেষ্টা চালাচ্ছেন। যার কারণে বিদ্যালয়ের শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ চরমভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। এজন্যে এলাকাবাসী, অভিভাবক, শিক্ষার্থীসহ সবাই তার ওপর ক্ষিপ্ত। এলাকার প্রতিষ্ঠানটি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে গ্রামবাসি গত শনিবার এক জরুরি সভা করে তার অপসারণ দাবি করেছে। এ ব্যাপারে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নাজমুল হক সাংবাদিকদের জানান, আমি এ উপজেলায় সদ্য যোগদান করলেও ওই বিদ্যালয়ের সমস্যার কথা শুনেছি। বিদ্যালয়টির বর্তমান কোনো কমিটি নেই। এডহক কমিটি গঠনের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পত্র দেয়া হয়েছে।